দৈনিক সংবাদ 113

তারিখ 23 APR 1988
পৃষ্ঠা 4 কলাম 5

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

রাজশাহী বোর্ডের উচ্চতর গণিত-এর প্রশ্নপত্র

গত ০২-০৪-৮৮ ইং শনিবার অনুষ্ঠিত এস, এস, সি পরীক্ষার (কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে) উচ্চতর গণিতের ৩ (গ) প্রশ্নটি হলো ''একটি আয়ত ক্ষেত্রের বেড় ৬৪ মিটার এবং উহার ক্ষেত্রফল ২৩১ বর্গ মিটার ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় কর।'' মূল বইতে উক্ত প্রশ্নটিতে বেড় এর পরিবর্তে পরিসীমা শব্দটি রয়েছে।

এটা স্পষ্ট যে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে পরিসীমার পরিবর্তে ''বেড়'' কথাটি লিখা হয়েছে পরীক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যেই। প্রশ্ন হলো পরিসীমা' ও 'বেড়' শব্দ দু'টি সমার্থক কিনা। আভিধানিক অর্থে শব্দ দু'টি সমার্থক হউক বা না হউক সেটা বিবেচ্য নয়, গাণিতিক পরিভাষায় শব্দ দু'টি একই অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কথা নয়। এ প্রসঙ্গে গাণিতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শব্দ দু'টির ব্যাখ্যা দিচ্ছি।

পরিসীমা বলতে কোন ক্ষেত্রের (ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ প্রভৃতি) বাহুগুলোর সমষ্টি বুঝায়। পরিসীমা একটি গাণিতিক শব্দ'। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের পরিসীমার কথা বলা হলে ছাত্রদের মনে একটি নির্দিষ্ট ধারণা জাগে। কিন্তু ''বেড়''কোন গাণিতিক শব্দ নয়। সুতরাং ''বেড়''বলতে কোন সুস্পষ্ট গাণিতিক ধারণা ছাত্রদের মনে জেগে ওঠার কথা নয়। এক্ষেত্রে পরিসীমার পরিবর্তে বেড় শব্দটির অযৌক্তিক অপপ্রয়োগ ঘটেছে। নিম্নের ছবির সাহায্যে শব্দ দু'টির আরও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিচ্ছি :

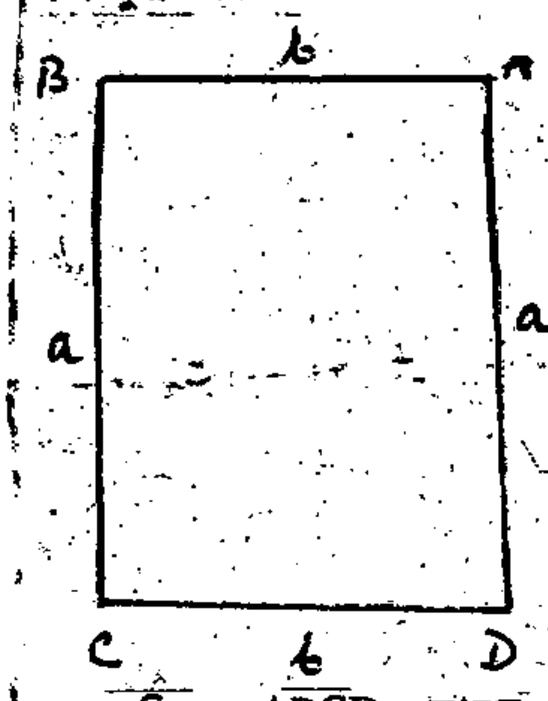

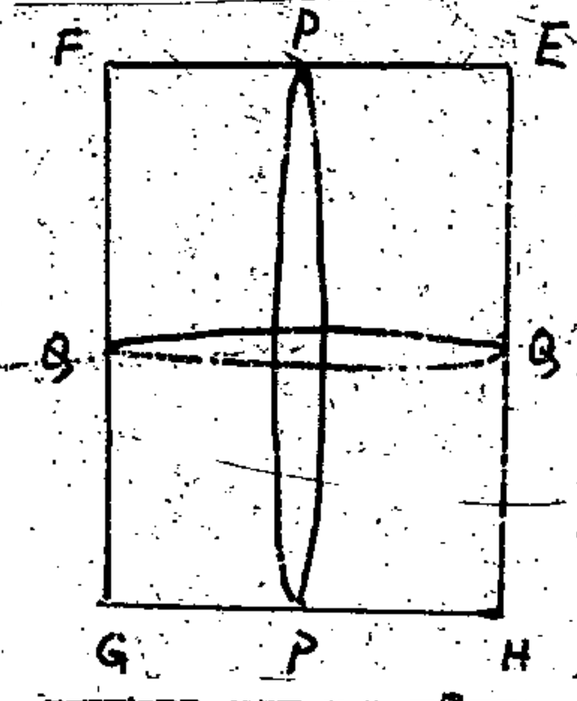

ছবিতে ABCD আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা = ২ (a+b) এবং EFGH আয়ত ক্ষেত্রটির বেড় P-P´ রাশিটির সমষ্টি অথবা Q–Q´ রাশিটির সমষ্টি হতে পারে। কিন্তু দু'ক্ষেত্রেই তা EFGH আয়ত ক্ষেত্রটির পরীসীমা নয়।

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, পরিসীমার পরিবর্তে বেড় শব্দটির ব্যবহারের ফলে শুধু জটিলতা নয়, অংকের প্রশ্নটিই ভুল প্রমাণিত হল। এ-ছাড়াও প্রশ্নপত্রের ৭ (খ) নং এ-''সংগা'' বানান ভুল।

মানিক মজুমদার,
সিনিয়ার শিক্ষক,
তমরদ্দি উচ্চ বিদ্যালয়,
নোয়াখালি।

টিটি জুনিয়র ইনস্ট্রাকটরদের চাকরি স্থায়ী করার আবেদন

আমরা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন টি, টি জুনিয়র ইনষ্ট্রাক্টরগণ (টেক) বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট-এ ৫।৬ বছর যাবৎ চাকরি করে আসছি। পলিটেকনিকের শিক্ষার সংকট মুহূর্তে আমাদের এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু আমাদের চাকরি আজ পর্যন্ত স্থায়ীকরণ করা হয়নি। এর পিছনে কি কারণ আছে আমরা বুঝতে পারছি না। এই দীর্ঘ ৫/৬ বছর সময়ে অনেক টি,টি, জুনিয়র ইনষ্ট্রাক্টরদের নতুন চাকরিতে ঢোকার বয়:-সীমা শেষ হয়ে গেছে। টি, টি, জুনিয়র ইনষ্ট্রাক্টরদের চাকরি স্থায়ী করার জন্য কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাত করা হয়েছে কয়েক বার। কিন্তু কর্তৃপক্ষের চরম উদাসিনতা ও অনীহার কারণে এখন পর্যন্ত আমাদের চাকরি স্থায়ী করা হয়নি। এর মাঝে আবার নতুন করে জুনিয়র ইনষ্ট্রাক্টর নিয়োগের প্যানেল তৈরী করতে যাচ্ছেন কর্তৃপক্ষ।

টি, টি, জুনিয়র ইনষ্ট্রাক্টরদের চাকরি স্থায়ীকরণসহ তাদেরকে সরকারী সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির আশু কৃপাদৃষ্টি কামনা করছি।

কে, এম, জহুরুল আলম,
টি, টি, জুনিয়র ইনষ্ট্রাক্টর
(টেক),
পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট,
বরিশাল-৮২০০।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ অসম্পূর্ণ কেন ?

প্রতি বছরের মতো এবারও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে উদযাপিত হয় জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ '৮৮। এ শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছিল সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার।

সারা বাংলাদেশের স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয়ে জেলা পর্যায়ে মনোনীত হয়ে স্ব স্ব বিভাগে বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় এবং বিভাগীয় পর্যায়ে ১ম ও ২য় স্থান অধিকারীরা জাতীয় পর্যায়ে অংশ নেওয়ার প্রত্যাশায় থাকে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের মনোযোগের অভাবে বেশীর ভাগ প্রতিযোগীই জাতীয় পর্যায়ের তারিখ সময় মতো না জানতে পেরে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ব্যর্থ হয়। অথচ তারিখ জানানোর দায়িত্ব ছিল কর্তৃপক্ষের। আরোও মর্মান্তিক ঘটনা এই যে, আমরা জামালপুর থেকে সাতজন প্রতিযোগী(তন্মধ্যে ৩জন ঢাকা বিভাগীয় পর্যায়ে ১ম) প্রতিযোগিতায় অংশ না নিতে পেরে ঢাকা থেকে ফিরে আসি। আমরা ৯ই এপ্রিল বিকেলে (এখানে দুপুরের পর পত্রিকা হাতে পৌছে) দৈনিক 'সংবাদ'-এ জানতে পারি যে,৯ই এপ্রিল জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ শুরু হবে এবং ১১ই এপ্রিল সমাপনী অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করবেন বেগম রওশান এরশাদ। এ খবরে আমরা বিচলিত হয়ে পড়ি এবং পরের দিন আমাদের জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের নিকট টেলিফোনে জানতে পারেন যে, প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, কিন্তু এখনও বেশ কিছু বিষয় বাকি রয়েছে এবং আমাদের তাড়াতাড়ি ঢাকায় আসতে বলেন। আমরা এ খবর অনুযায়ী আমাদের কালচারাল অফিসারের সাথে তাড়াহুড়া করে ঢাকায় আসি। ১১ই এপ্রিল সকালে ঢাকা শিল্পকলা একাডেমীতে উপস্থিত হয়ে একাডেমীর পরিচালকের নিকট থেকে জানতে পারি যে প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেছে। তিনি এ প্রতিযোগিতার পরিচালনায় ছিলেন। তখন আমরা তাকে খবর না দেওয়ার জন্য প্রশ্ন করলে তিনি বলেন এ দায়িত্ব ছিল বিভাগীয় কমিশনারের। কমিশনারকে অফিসে না পেয়ে সহকারী কমিশনারের সাথে দেখা করলে তিনি বলেন এটা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিল। আবার কেহ বলে শিল্পকলা একাডেমীর কথা। এভাবে একে অপরকে দায়ী করে নিজের দোষ ঢাকতে চান। এমন কি ঢাকার ও নেত্রকোনার অনেক প্রতিযোগীও প্রতিযোগিতার খবর জানতে পারেনি এবং প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল খুব কম।

তাই কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের প্রশ্ন—এ দেশের দায়িত্ববান ব্যক্তিদের চেতনা কবে হবে এবং আমাদের এ পরিণতির সমাধান কি ?

জামালপুরের প্রতিযোগীদের পক্ষে (কলেজ বিভাগে বিতর্ক বিষয়ের প্রতিযোগী)
তারিকুল ফেরদৌস,
শিল্পীভবন, কলেজ রোড,
জামালপুর-২000।

বিদ্যালয় ভবন মেরামতে সাহায্যের আবেদন

ফেনী জেলাধীন ফেনী সদর উপজেলার অন্তর্গত দৌলতপুর গ্রামে এক মনোরম পরিবেশে দৌলতপুর হক বাহাদুর উচ্চ বিদ্যালয়টি অবস্থিত। ১৯৫৯ সালে অত্র বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ৪৫০ জন। প্রত্যেক বছর এস, এস, সি পরীক্ষার পাসের হার সন্তোষজনক। ৮০ হাত দৈর্ঘ্য ১৪ হাত প্রস্থ এক তৃতীয়াংশ দোতলাসহ দালান গৃহখানা ১৯৬০ ইং সালে নির্মিত হওয়ার পর প্রয়োজনীয় অর্থাভাবে এযাবত মেরামত করা সম্ভব হয় নাই বিধায় ছাদে ফাটল ধরিয়াছে। ফাটল দিয়া পানি পড়ার দরুন বর্ষাকালে ক্লাস করা কষ্টকর হইয়া পড়ে। ছাদ ধসিয়া কখন যে জগন্নাথ হলের ন্যায় বিপজ্জনক অবস্থা ঘটে সে ব্যাপারে সর্বদা শিক্ষকমণ্ডলী, ছাত্রছাত্রীদের আতংকগ্রস্ত থাকিতে হয়। বিদ্যালয় গৃহের সংস্কারের কাজ সমাধা করিয়া দেওয়ার মত এলাকায় এমন কোন আর্থিক অবস্থাসম্পন্ন লোকও নাই। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলে আবেদন করিয়াও অদ্যাবধি কোন রকম সাহায্য পাওয়া যায় নাই। বিদ্যালয় গৃহের ছাদ পুন:নির্মাণ এবং দালান ঘর মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ৪৫০জন ছাত্রছাত্রীর জীবনের নিরাপত্তা এবং সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়ার সুযোগদানের জন্য মাননীয় সরকার বাহাদুর এবং সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষের শুভ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোহা: নূরুল আমিন.
প্রধান শিক্ষক/সম্পাদক
দৌলতপুর হক বাহাদুর
বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়,
ডাকঘর মমতাজ মিয়ার হাট,
জেলা ফেনী।